



শবে কদরের রাতের ইবাদত ও নামাজের জরুরি নির্দেশনা



ছবি: সংগৃহীত

শবে কদর বা লাইলাতুল কদর অর্থ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ রাত। এই মহিমাযিত রাতকে ‘ভাগ্যের রাত’ও বলা হয়। কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী, এই রাত হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ বলেন, তিনি এই রাতেই কুরআন নাজিল করেছেন; এ রাতে ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশে নানাবিধ কাজে অবতীর্ণ হন এবং ফজর পর্যন্ত শান্তি বিরাজ করে।

রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোর যেকোনো একটি রাতই লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অনেক আলেমের মতে ২৭ রমজান (২৬ রোজার রাত) অধিক সম্ভাবনাময়, তাই শেষ দশকে বিশেষভাবে ইবাদতে মনোযোগ দেওয়া উত্তম।

হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের প্রত্যাশায় এই রাতে ইবাদতে জাগ্রত থাকবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

এই রাতে একটি বিশেষ দোয়া পড়ার কথা উল্লেখ আছে:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَزُوفٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহ্মা ইল্লাকা আফুউন কারিমুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আম্মি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি পরম ক্ষমশীল, ক্ষমা করতেই ভালোবাসেন—আমাকে ক্ষমা করে দিন।

আরেক দোয়ায় রাসুলুল্লাহ (সা.) কৃপণতা, অলসতা, বার্ষিক্যের অসহায় অবস্থা, কবরের আজাব এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় চাইতেন।

শবে কদরের নামাজ নিয়ে অনেকের মধ্যে ভিন্ন ধারণা রয়েছে। কেউ নির্দিষ্ট সূরা বা নির্দিষ্ট সংখ্যায় তিলাওয়াতের কথা বলেন। তবে নির্ভরযোগ্য আলেমদের মতে, এ রাতে নামাজের আলাদা কোনো বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই। অন্যান্য নফল নামাজ যেভাবে আদায় করা হয়, এ রাতেও সেভাবেই পড়তে হয়।

তবে এই রাতের ইবাদতে সময় বাড়ানো উত্তম। ধীরস্থির তিলাওয়াত, দীর্ঘ রুকু ও সেজদার মাধ্যমে গভীর মনোযোগে নামাজ আদায় করা বেশি ফজিলতপূর্ণ। যে কোনো সূরা দিয়ে দুই রাকাত করে নফল নামাজ পড়লেই লাইলাতুল কদরের ইবাদত আদায় হবে।